সংবাদ

তারিখ 05 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

ঢাকা : বুধবার ২১ ভাদ্র ১৪১৪
Dhaka : Wednesday 5 September 2007

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পরিবেশ সরকারকেই সৃষ্টি করতে হবে

গত সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের সঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর উপদেষ্টা জানান, সরকার দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়ার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। তিনি আরও জানান, সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যাপারে আগামী দু-একদিনের মধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত জানাবে।

সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধের সময় সিন্ডিকেট বা উপাচার্যদের সঙ্গে কোন আলোচনা করেনি। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার পর এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ওপর দায়িত্ব দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার। সরকারের তরফ থেকে শুধু বলা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়ার ওপর কোন বিধিনিষেধ থাকছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে সেগুলো খোলার ব্যাপারে উপাচার্যদের বলা হয়েছে। সরকার কি এভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছেন?

বাইরের কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় রমজানের আগে খোলার সম্ভাবনা থাকলেও ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি ভিন্ন। সরকার যদি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে, তবে রমজানের পরও এসব বিশ্ববিদ্যালয় খোলা সম্ভব নাও হতে পারে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনায় তিন সিনিয়র শিক্ষক গ্রেফতার হয়েছেন। বেশ কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অভিযুক্ত হয়েছেন। এ ঘটনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই আতঙ্কে আছেন। এ পরিস্থিতিতে এমনকি ক্লাস বন্ধ রেখে ক্যাম্পাসে পরীক্ষা চালানোও হয়তো সম্ভব হবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির এক প্রতিনিধিদল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা দূর করার ব্যবস্থা নিতে বলেছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আতঙ্কের মধ্যে আছেন বলে তারা জানিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার চিন্তা কতটা বাস্তবসম্মত হবে? এ ব্যাপারে শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যাপারে মামলা হলেও চার্জশিট এখনও দেয়া হয়নি। চার্জশিট দেয়া হলে ভীতি থাকবে না। এ ধরনের দায়সারা কথায় পরিস্থিতির উন্নতি আশা করা যায় কি?

বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হলে আবাসিক হলগুলো খুলে দিতে হবে। বর্তমানে ভিডিও ফুটেজ ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবির ওপর নির্ভর করে ছাত্রদের বাড়ি ও মেসে হানা দেয়া হচ্ছে। ৮০ হাজার ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে নাকি ২৫ জনের মতো। হন্যে হয়ে বাকি আসামি খুঁজে বেড়াচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অশিক্ষক কর্মকর্তাকেও ছাত্রদের উস্কানি দেয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ছাত্ররা কি ফিরে আসতে ভরসা পাবে?

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলার পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের কিছু করণীয় আছে কি না তা নির্ধারণ করতে হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ে। শিক্ষকরা বলছেন, ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর থেকে গ্রেফতার ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। 'সাধারণ ক্ষমা'র মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মন থেকে ভয়ভীতি দূর করতে হবে। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ভয়ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা বা উত্তেজনা জিইয়ে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় খুলেও লাভ হবে না। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেটের ওপর ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ অচলাবস্থা দূর করার ব্যাপারে কোন অগ্রগতি নয়। খুলে দেয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগটা সরকারকেই নিতে হবে। ইতোমধ্যেই লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এ ক্ষতিকে আরও দীর্ঘায়িত করা কোনক্রমেই উচিত হবে না।